অব্যাহত শিক্ষায় সহজ ভাষার পত্রিকার ভূমিকা

আলাপ এর ২৫ বছর পূর্তি উদ্‌যাপন

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন প্রকাশিত আলাপ ও আমাদের পত্রিকা

এফআইভিডিবি প্রকাশিত
‘‘গ্রামবান্ধব ও বিকাশ’’

গণসাক্ষরতা অভিযান প্রকাশিত-
‘‘পড়ুয়া ও ঘাসফুল’’

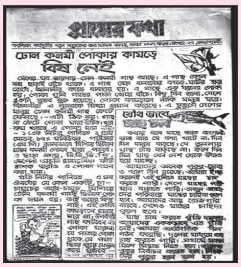

ডানিডা প্রকাশিত
‘গ্রামের কথা’

সাক্ষরতা কুশলীদের
উদ্যোগে প্রকাশিত
‘কথা’

সেন্টার ফর
ডেভেলপম্যান্ট
কম্যুনিকেশন প্রকাশিত
‘পত্রিকা’

সিডিডিবি প্রকাশিত
‘রোদ্দুর’

অব্যাহত শিক্ষায় সহজ ভাষার পত্রিকার ভূমিকা

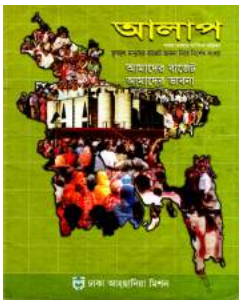

ডাম প্রকাশিত- আলাপ

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন প্রকাশিত সহজ ভাষার মাসিক পত্রিকা আলাপ। দেখতে দেখতে পত্রিকাটি ২৫ বছর অতিক্রম করছে। যাদের পড়ালেখার সুযোগ এবং দক্ষতা কম তাদের জন্য এই পত্রিকা। অন্য কথায় কম লেখাপড়া জানা মানুষদের পঠন দক্ষতা চলমান ও বিকশিত করার জন্য এই পত্রিকা। এটি এক ধরনের অব্যাহত শিক্ষা উপকরণ। প্রাসঙ্গিকভাবে অব্যাহত শিক্ষা উপকরণ নিয়ে বলার আগে- অব্যাহত শিক্ষা প্রসঙ্গে দু একটি কথা বলা আবশ্যক।

অব্যাহত শিক্ষা হলো- জীবনভর চলমান যে শিক্ষা। এর পরিসর অনেক বড়। এটি মানুষের সব ধরনের শিক্ষার সুযোগ ও চাহিদা পূরণে সহায়তা করে। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন মৌলিক শিক্ষার পাশাপাশি অব্যাহত শিক্ষা ও জীবনব্যাপী শিক্ষা নিয়ে দীর্ঘদিন যাবৎ তার কর্মপ্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। যার একটি ক্ষুদ্র মুখপাত্র হলো- এই আলাপ।

এবার আমরা আলোকপাত করার চেষ্ঠা করব বাংলাদেশে অব্যাহত শিক্ষায় সহজভাষার পত্রিকার আবির্ভাব, বিকাশ ও ভূমিকা প্রসঙ্গে।

১৯৭১ সালে ৩০ লক্ষ শহিদের জীবনের বিনিময়ে বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করে। যুদ্ধ পরবর্তীতে বাংলাদেশের সামগ্রিক পরিস্থিতি ছিল খুবই নাজুক। দেশের ৮০ ভাগ মানুষ ছিল দরিদ্র, একই সাথে নিরক্ষর এবং ভাগ্যবাদী। হাজার বছরের সামন্ত্রতান্ত্রিক ও ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণের যাতাকলে মানুষের সহজাত পরিবর্তনকামী গুণাবলী হয়ে পড়েছিল নিস্তেজ ও নিস্পৃহ। তারা এক ধরনের নীরবতার সংস্কৃতির (Culture of silence) আবহে জীবনপাত করছিল। মূলত গ্রামীণ কৃষি অর্থনীতির উপর নির্ভরশীল পশ্চাদপদ এই জনগোষ্ঠীকে স্বাধীনতার আকাঙ্খার সাথে মিলিয়ে এগিয়ে নেয়া ছিল সত্যিই দূরূহ। তাই স্বাধীনতা পরবর্তীকালে পরিচালিত ব্যাপক ত্রাণধর্মী কার্যক্রম মানুষের অগ্রযাত্রায় তেমন ভূমিকা রাখতে পারেনি। বরং দরিদ্র মানুষকে করে তুলেছিল পরনির্ভরশীল। অন্যদিকে সুযোগ সন্ধানী বিত্তবানদের আরো বিত্তশালী করতে সহায়তা করেছে।

তাই অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য প্রয়োজন দেখা দেয় মানুষকে নীরবতার সংস্কৃতি থেকে অবমুক্ত করা। ব্যাপক নিরক্ষর দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সাক্ষর ও সচেতন করে তোলা। যার মাধ্যমে মানুষ পড়া লেখার দক্ষতার পাশাপাশি আত্মবিশ্লেষণের ক্ষমতা অর্জন করবে। দারিদ্রতার কারণ বের করতে সক্ষম হবে এবং নিজের অবস্থা পরিবর্তনে উদ্যোগী হয়ে উঠবে। সে লক্ষ্যে সরকারি বেসরকারি উদ্যোগে শুরু হয় বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রম। স্বল্পমেয়াদে মানুষকে সাক্ষর করার নানামুখী উদ্যোগ চলতে থাকে। যার মধ্যে ছিল- পড়া, লেখা ও হিসাব চর্চা। পাশাপাশি জীবনের জন্য দরকারি বিষয়ে সচেতনতা। যেমন- কৃষি, স্বাস্থ্য ও পুষ্ঠি, শিক্ষা, আয়বৃদ্ধি, একতা ও অধিকার এবং সংগঠন নির্মাণ ইত্যাদি।

এ সকল উদ্যোগের ফলে গ্রামে গঞ্জে এক নিরব পরিবর্তন ঘটে চলে। লক্ষ লক্ষ মানুষ সাক্ষরতা অর্জন করে। বিশেষত নারীদের মানস জগতে ব্যাপক অভিঘাত সৃষ্টি হয়। কিন্তু এই দ্রুত পড়া লেখা অর্জনকে ধরে রাখা এবং বিকশিত করা ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে একটি সমস্যা দেখা দেয়। দেখা যায় বয়স্করা যত তাড়াতাড়ি শিখে ততো তাড়াতাড়িই আবার ভুলে যায়। এর মূল কারণ নিয়মিত চর্চা ও সুযোগের অপ্রতুলতা।

এফআইডিবি প্রকাশিত- মানুষ ও নগরনামা

নিয়মিত চর্চা ও সুযোগের অপ্রতুলতার মূল কারণগুলো

কী ছিল? এজন্য ইতিহাসের দিকে দৃকপাত করতে হবে। ভারতবর্ষে মানুষকে অক্ষর দেয়ার উদ্যোগ সুপ্রাচীন। অবিভক্ত ভারতে বৈদিক, বৌদ্ধ, হিন্দু ও মুসলিম শাসনামলে নানা অনানুষ্ঠানিক প্রক্রিয়ায় শিক্ষাদান চলমান ছিল, যা পরিশীলিত হয়ে বৃটিশ উপনিবেশিক আমলে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিস্তার ঘটায়। পাশাপাশি বয়স্ক শিক্ষাকেও চালু রাখার উদ্যোগ অব্যাহত থাকে। ১৮৮২ সালে হান্টার কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী বোম্বাই ও বংগ প্রদেশে জেলাবোর্ডের মাধ্যমে প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য কিছু নাইট স্কুল খোলা হয়। যেখানে প্রথমে বর্ণানুক্রমিক পদ্ধতিতে এবং পরে ২য় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীতে বিলাস মুখার্জি ও লতিকা মুখার্জি রচিত শব্দানুক্রমিক পদ্ধতিতে বয়স্কদের মৌলিক শিক্ষাদানের প্রচেষ্ঠা নেয়া হয়।

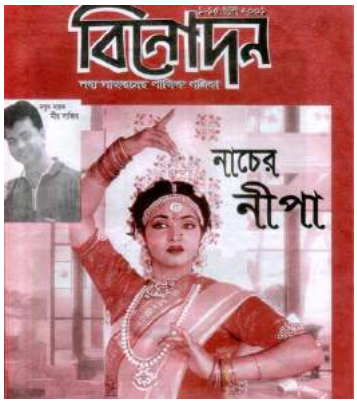

সিডিসি প্রকাশিত- বিনোদন

১৯৫৮ সালে অবসর প্রাপ্ত আইসিএস অফিসার মি. এইচ জি এস বিভার প্রতিষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান বয়স্ক শিক্ষা সমিতি থেকে কিছু উপকরণ প্রকাশিত হয়, যা ভিএইড (VAID) প্রকল্পের বয়স্ক শিক্ষা কর্মসূচিতে ব্যবহৃত হয়। উল্লেখিত এসব উপকরণ কেবল মৌলিক সাধারণ ভাষা ও হিসাবের দক্ষতা অর্জনে সীমিত ছিল।

পরবর্তীতে ১৯৬৩-৬৪ অর্থবছরে পূর্ব পাকিস্তান প্রদেশিক মন্ত্রণালয়ের অধীনে কুমিল্লায় জনশিক্ষাদপ্তরের আওতায় বয়স্ক শিক্ষা চালু হয়। যার মাধ্যমে বয়স্ক শিক্ষার সহকারী পরিচালক জনাব আব্দুল কুদ্দুসের নেতৃত্বে তৈরি হয় মৌলিক ও অনুসারক শিক্ষা বিষয়ক ৬৭টি পুস্তিকা। যেগুলো দেশের ৮টি থানায় পরিচালিত দিশারী প্রকল্পে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু স্বাধীনতা পরবর্তীতে এসব উপকরণ দুষ্প্রাপ্য হয়ে ওঠে। অতএব বিষয়টি সাক্ষরতা কর্মসূচি বাস্তবায়নকারীদের জন্য একটি চ্যালেঞ্জ হয়ে দেখা দেয়। এই অবস্থা থেকে উত্তরণের প্রয়াস শুরু হয়।

শুরু হয় অনুসারক ও অব্যাহত শিক্ষা কর্মসূচি। প্রথমে এটি খুব সীমিত ও ধীরলয়ের ছিল। এর পেছনে যৌক্তিক কারণও ছিল। যেমন এর জন্য ছিল না কোনো দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা, অভিজ্ঞতা, ছিল না প্রয়োজনীয় বাজেট। ছিল না সঠিক ও যথেষ্ঠ অনুশীলন বা পড়ালেখার উপকরণ।

কিন্তু সাক্ষরতা কুশলীদের অদম্য প্রচেষ্ঠা ও প্রয়োজনের নিরিখে অবস্থা পাল্টাতে থাকে। শুরু হয় নব্য ও স্বল্প সাক্ষরদের জন্য পাঠাগার। যেগুলো বিভিন্ন নামে বিভিন্ন জন শুরু করে। যেমন- বাক্স লাইব্রেরি, গ্রামীণ পাঠাগার, গণকেন্দ্র, লোককেন্দ্র, সামাজিক শিক্ষাকেন্দ্র,অব্যাহত শিক্ষাকেন্দ্র ইত্যাদি। এসব পাঠাগারে চর্চার জন্য তৈরি হতে থাকে পঠন উপকরণ। কিন্তু সেগুলো পর্যাপ্ত পরিমাণে ছিল না। তাই যারা ভালো পড়তে পারতো তারা অল্প দিনেই বইগুলো পড়ে শেষ করে ফেলতো। বাজারের বইও সেখানে দেয়ার মতো ছিলনা। কারণ পাঠকদের পড়া লেখার দক্ষতা ছিল সীমিত।

এ অবস্থায় ভাবনা আসে নিয়মিত কোনো প্রকাশনার। যেমন- পত্রিকা বা ম্যাগাজিন। যা নতুন সাক্ষরদের দক্ষতার স্তর অনুযায়ী তৈরি হবে। এভাবে যাত্রা শুরু হয় সহজ ভাষার পত্রিকার। সাক্ষরতা নিয়ে যারা কাজ করতো, তারাই এগুলো প্রকাশ করতো। এখানে কিছু পত্রিকা ও এর উদ্যোক্তাদের তথ্য দেয়া হলো।

১. এফ আইভিডিবি- • গ্রামবান্ধব, • বিকাশ, • মানুষ • নগরনামা
২. আরডিআরএস- • সাক্ষর • সংগঠন
৩. ডানিডা- • গ্রামের কথা
৪. ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন- • আলাপ • আমাদের পত্রিকা (মুদ্রিত মাসিক দেয়াল পত্রিকা)
৫. সিসিডিবি- • অহরহ • রোদ্দুর সাপ্তাহিক
৬. গণসাহায্য সংস্থা- • পাঠক
৭. গণ সাক্ষরতা অভিযান- • পড়ুয়া • কিশোরী কথা • ঘাসফুল
৮. সিডিসি- • পত্রিকা (সাপ্তাহিক) • বিনোদন

৯. ব্যক্তিক উদ্যোগে প্রকাশিত- • কথা (কেবল ১টি সংখ্যা)

১০.ব্রাক- • গণকেন্দ্র ইত্যাদি

গণসাক্ষরতা অভিযান
প্রকাশিত কিশোরী কথা

নব্য সাক্ষরদের জন্য প্রকাশিত এসব পত্রিকার মধ্যে এখনো ক'টি পত্রিকা টিকে আছে। বাকিগুলো নানান কারণে বন্ধ হয়ে গেছে। যার অন্যতম একটি কারণ বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রম কার্যত বন্ধ হয়ে যাওয়া। বর্তমানে চলমান পত্রিকাগুলোর মধ্যে রয়েছে- আলাপ, পড়ুয়া, গ্রামবান্ধব ও বিকাশ।

সহজ ভাষার পত্রিকা প্রকাশের উদ্দেশ্য

- যারা স্বল্পমেয়াদী সাক্ষরতা কোর্সে অংশ নিয়ে একটি বিশেষ স্তরের দক্ষতা অর্জন করেছেন, তাদের অর্জিত দক্ষতা ধরে রাখতে ও বিকশিত করতে সহায়তা করা;
- স্বল্প সাক্ষর ও ঝরে পড়াদের পঠন চর্চায় সংশ্লিষ্ঠ রাখা;
- জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান করা;
- পঠনের সংস্কৃতি বিকশিত করা;
- পত্রিকার মাধ্যমে দলীয় পঠন, আলোচনা ও মিথস্ক্রিয়ার সুযোগ তৈরি করা;
- আনন্দ বিনোদন প্রদান;
- লোকজ সংস্কৃতিকে লালন করা;
- জীবনব্যাপী শিক্ষার সহায়ক পরিবেশ গড়ে তোলা।

সহজভাষার পত্রিকার বৈশিষ্ঠ্য

পত্রিকা বললে আমরা বুঝি বড় নিউজ প্রিন্ট কাগজে ছোট ছোট অক্ষরে ছাপা নানান খবর বার্তা ও ফিচার। যা প্রতিদিন সকালে আমাদের হাতে আসে। এসব দৈনিক পত্রিকা ছাড়া কিছু কিছু পত্রিকা এক সপ্তাহ পর পর বের হয় আর কিছু পত্রিকা মাসে একবার বের হয়। যেগুলোর আয়তন ও বৈশিষ্ঠ্য দৈনিক পত্রিকার মতো নয়।

আমরা যে পত্রিকা নিয়ে কথা বলছি, সেগুলোও সাধারণত মাসে একবার বের হয়। কিন্তু এদের আকার, আয়তন, পাঠক, টাইপ সাইজ সম্পূর্ণ ভিন্ন। আমরা যদি পত্রিকার আকার ও কলেবরের কথা বলি তাহলে এসব পত্রিকা সাধারণত ম্যাগাজিন সাইজের হয়। পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৬ থেকে ২৪। যা একটি দৈনিক পত্রিকার মাত্র ২ পৃষ্ঠার সমান। আর লেখা বা টাইপের সাইজ হয় ১৮ পয়েন্ট। সে হিসেবে দৈনিক পত্রিকার দেড় পাতার সমান। এদের ভাষা হতে হয় সহজ সরল। যার মধ্যে যথেষ্ঠ ছবি ও ইলাস্ট্রেশন থাকে। এই সীমাবদ্ধতার মধ্য দিয়েই পত্রিকার পাঠকের চাহিদা মেটাতে হয়। তথ্য দিতে হয়। বিনোদন দিতে হয়। কাজটি বলা সহজ। কিন্তু করা অত্যন্ত কঠিন। আরেকটি বড় সমস্যা হলো- লেখা সংগ্রহ। প্রতিষ্ঠিত লেখকদের নির্দেশনা দিয়ে নির্দিষ্ট ছকে লেখানো বেশ কঠিন কাজ। আবার বিষয় বিশেজ্ঞগন লেখা দিলে ও তারা সহজ ভাষায় রূপান্তর করাকে সহজে নিতে চান না। অনেকে মনে করেন এতে তাদের লেখার গাম্ভীর্য ও নান্দনিকতা কমে যায়। তাই যারা এসব পত্রিকার লেখা সংগ্রহ ও রূপান্তর বা সম্পাদনা করেন এটি তাদের জন্য খুবই পীড়াদায়ক ব্যাপার হয়ে উঠে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, সহজ কথা যায় না বলা সহজে। আর এই সহজ বলার কাজটি করে চলেছে- এসব সহজ ভাষার পত্রিকা।

আলাপ এর পথ চলা

আমরা আগেই বলেছি, নব্য ও স্বল্প সাক্ষরদের লেখাপড়া চর্চার জন্য প্রথমদিকে প্রকাশিত কয়েকটি পত্রিকার মধ্যেই আলাপ ছিল অন্যতম। অতএব আলাপ নিয়ে আলোচনা করলেই আমরা অব্যাহত শিক্ষায় এ জাতীয় পত্রিকার ভূমিকা সম্পর্কে ধারণা পেয়ে যাব।

১৯৯০ সালে জমতিয়েন ঘোষণার মধ্য দিয়ে সবার জন্য শিক্ষা- কার্যক্রমের যাত্রা শুরু হয়। এর রেশ ধরে দুনিয়াব্যাপী বিশেষত এশিয়াও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে নিরক্ষরতা দূরীকরণের ব্যাপক কর্মযজ্ঞ শুরু হয়। বাংলাদেশ সরকার এই ঘোষণার অন্যতম অনুসাক্ষরকারী হিসেবে- বয়স্ক ও কিশোর কিশোরীদের জন্য সাক্ষরতা কার্যক্রম শুরু করে। পাশাপাশি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের কার্যক্রমকে আরো প্রসস্থ ও বেগবান করে তুলে। ঢাকা আহছানিয়া মিশন এই অভিযাত্রায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সাক্ষরতা বিষয়ক পরিসম্পদ উন্নয়নের পাশাপাশি মৌলিক ও অব্যাহত শিক্ষার জন্য নানাবিধ উপকরণ উন্নয়নের উদ্যোগ নেয়।

এর ধারাবাহিকতায় আলাপের যাত্রা শুরু ১৯৯১ সালে। প্রথম দিকে বাংলা সন অনুযায়ী আলাপ দ্বিমাসিকভাবে ছাপা হতো। প্রথম সংখ্যাটি বের হয় সাপ্তাহিক পত্রিকার মতো ট্যাবলয়েড সাইজে। পরবর্তীতে বই বা ম্যাগাজিন এর মতো করে পত্রিকা প্রকাশ শুরু হয়। যা আজও চলছে। তবে ভেতরে অনেক পরিবর্তন এসেছে। যেমন- প্রথমে এক রঙে কম দামি নিউজপ্রিন্ট কাগজে ছাপা হতো। তারপর দুই রং। বর্তমানে আলাপ উন্নত অফসেট কাগজে ৪ রঙে ছাপা হচ্ছে।

সময়ের বিবর্তনে আলাপের বিষয় নির্বাচনে পরিবর্তন এসেছে। যখন যে বিষয়টি জানানো দরকার তখন তা দিয়েই মূল লেখা তৈরি করা হচ্ছে। এছাড়া অন্যান্য উপস্থাপন আগের মতোই থাকছে। যেমন- গল্প, সফল কাহিনী, পাঠকের লেখা, ছড়া কবিতা ও ধাঁধা ইত্যাদি।

আলাপ এর গঠন ও রচনাশৈলি

আলাপ একটি পাঠক সুনির্দিষ্ট পত্রিকা। এই পাঠকদের আর্থসামাজিক ও সাংস্কৃতিক পটভূমি ও শিক্ষার স্তর এবং চাহিদা অনুযায়ী আলাপের বিষয় ও লেখা বিন্যস্থ করা হয়। এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৬ (কাভারসহ)। টাইপ পয়েন্ট ১৮। যেসব ফন্টে স্পষ্টিকরণ আছে সেই ফন্টে আলাপ সাজানো হয় (যেমন সারদা ফন্ট)।

আলাপ পত্রিকায় লেখার জন্য শব্দ নির্বাচনে খুবই সতর্ক থাকতে হয়। চেষ্টা করা হয় পরিচিত ও সহজ শব্দ ব্যবহারের। কম ব্যবহৃত যুক্তাক্ষর পরিহারের চেষ্ঠা করা হয়। ৬-১২ শব্দের মধ্যে বাক্য সাজানো হয়। প্রতিটি প্যারা বা অনুচ্ছেদ হয় ৬-১০ লাইনের মধ্যে। পূর্ণাঙ্গ একটি রচনাকেও একটি নির্দিষ্ট আয়তনে সীমাবদ্ধ রাখতে হয় অর্থাৎ ১-২ পৃষ্ঠা। চোখের স্বস্তির জন্য লাইনগুলোর মধ্যে যথেষ্ট ফাঁকা রাখা হয় । সেই সাথে থাকে বিষয়ভিত্তিক ছবি ও ইলাস্ট্রেশন। আলাপের বিষয় হয় পাঠকের জীবন-জীবিকা ও আকাঙ্খার সাথে সম্পর্কযুক্ত। তবে কিছু অজানা বিষয়ও থাকে। যেগুলো পাঠকের জানা উচিত। তবে আলাপে কেবল জ্ঞান বা উপদেশনামূলক রচনাই থাকে না। থাকে বিনোদনের খোরাকও।

আলাপ-এর ভিন্নতা

যদিও আলাপ সহজ ভাষার স্বগোত্রীয় পত্রিকাসমূহের মতোই একই বৈশিষ্ঠ্য মন্ডিত, তথাপি এর কিছুটা ভিন্নতাও বিদ্যমান। যেমন-

১. আলাপ একটি রেজিস্টার্ড বা নিবন্ধিত পত্রিকা। যেখানে সহজভাষার অন্যান্য অনেক পত্রিকা অনুসারক বা অব্যাহত শিক্ষা উপকরণ অভিধায় প্রকাশিত হয়।

২. আলাপ উন্নয়ন কৌশলের বিবর্তনকে ধারণ ও লালন করে প্রকাশিত হয়। যেমন- মানবিক উন্নয়নের ধারা থেকে সুশাসন ও অধিকারভিত্তিক এপ্রোচকে পত্রিকার বিষয় নির্বাচন ও উপস্থাপনে সংযোজিত করা। যার প্রকৃষ্ট উদাহরণ আলাপ বাজেট সংখ্যা প্রকাশ। যেখানে বিভিন্ন ভৌগোলিক এলাকা ও বিভিন্ন বয়সী মানুষের মতামতকে তুলে ধরার প্রচেষ্ঠা নেয়া হয়েছে। এ রকম আরো অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে।

৩. আলাপ কেবল সাক্ষরতা উত্তর পড়ালেখা চর্চায় সীমাবদ্ধ না থেকে অব্যাহত শিক্ষার সামগ্রিক বিষয়গুলোকে প্রাধান্য দিয়ে কাজ করছে। যেমন- আয়বৃদ্ধি, ব্যক্তিগত প্রতিভা বিকাশ, ভবিষ্যত মুখী উদ্যোগ ইত্যাদি ধারার নির্যাসে প্রকাশিত হচ্ছে আলাপ।

৪. আলাপ- পাঠকেন্দ্র/গণকেন্দ্রের সদস্যদের চাহিদা অনুযায়ী পাঠকের বিস্তৃতি ঘটিয়েছে। বয়স্কদের সাথে সাথে যুবা ও কিশোর-কিশোরীদের পাঠকের আওতায় নিয়ে এসেছে। যা সবার জন্য শিক্ষার লক্ষ্য পূরণে সহায়ক ভূমিকা রেখেছে।

প্রতিবন্ধকতা ও চ্যালেঞ্জসমূহ

আমরা সহজভাষার পত্রিকার ভূমিকা ও সাফল্য নিয়ে অনেক কথা বলেছি। কিন্তু এগুলোর স্থায়িত্বশীলতা এখন বিরাট সংশয়ের মুখোমুখি। কারণ অনেক। যেমন-

১. এসব পত্রিকা এনজিওদের প্রকল্প নির্ভর হওয়ায় প্রকল্প থাকা না থাকার ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে।
২. বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রমের স্থবিরতা পত্রিকা প্রকাশকে সীমিত করে ফেলেছে।
৩. এনজিও বা সরকারি উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রকল্পের বাইরে পাঠকদের কাছে পৌছতে না পারা।
৪. সাধারণ বাজারে অন্তর্ভূক্ত হতে না পারা। ইত্যাদি।

উপসংহার

আমরা জানি বাজারে দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক, হাজারো পত্রিকা রয়েছে। পত্রিকা রয়েছে- বিভিন্ন পেশা ও বিষয়কেন্দ্রিক। যেমন, স্বাস্থ্য, অর্থনীতি পাক্ষিক, খেলাধুলা, সিনেমা ইত্যাদি। কিন্তু সহজ ভাষার পত্রিকা বাজারে অনুপস্থিত। আমরা জানি- সাধারণত পত্রিকার ভাষা, টাইপ পয়েন্ট সবার জন্য পঠন অনুকুল নয়। কিন্তু সহজ ভাষার পত্রিকা সব স্তরের মানুষের জন্য পঠনযোগ্য। এতএব একটি সাক্ষর সমাজ গঠনের জন্য এই পত্রিকাগুলোকে টিকিয়ে রাখার ব্যাপারে বিজ্ঞজনদের ভাবা উচিত। এর স্থায়িত্বশীলতা ও বাজার সম্প্রসারনের জন্য কিছু করা উচিত। আসুন এব্যাপারে সবাই এগিয়ে আসি। সবাইকে ধন্যবাদ।

- মোহাম্মদ মহসীন, সহকারী পরিচালক প্রশিক্ষণ ও উপকরণ উন্নয়ন বিভাগ ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন